41

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... SEP. 0 1 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম

সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা ॥ ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং প্রশাসনের সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় সেশন জটে আটকা পড়িয়া চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হইতেছে। গত ১৪ই আগষ্ট ছাত্রলীগের দুইটি গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ পরবর্তী সময় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রহিয়াছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তবে ব্যতিক্রম হইতেছে প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন বর্তমানের অচলাবস্থার জন্য এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করিয়াছে। ছাত্র সংগঠনসমূহ বলিয়াছে,

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর সকল ছাত্র সংগঠন ইহার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের পথ সুগম রহিয়াছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান অবশ্য এ অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। গত কয়েকদিন পূর্বে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববর্তী সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের এখনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয় নাই। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ৪ জন ছাত্র খুন হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের ঔদাসিন্যতার কারণে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রশ্রয় পাইয়াছে। বকুল, আইয়ুব আলী, মুশফিক ও জোবায়ের হত্যার পরও ঐ সকল চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে তেমন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য ১টি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে। কিন্তু কিছুদিন শান্ত থাকার পর আবার শুরু হয় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করিলেও দেখা যায় অস্ত্রধারীরা এখনও তৎপর। বিভিন্ন সময় ছাত্র সংগঠনগুলি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেও সাম্প্রতিক আন্দোলন ছিল সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থ বিষয়ক। প্রশাসন ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিলে সকল সংগঠন ইহার প্রতিবাদ জানায়। এক পর্যায়ে ছাত্র সংগঠনগুলি ভিসিকে দাবী না মানা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। অপরদিকে কর্তৃপক্ষ অনমনীয় অবস্থান নেয়। কর্তৃপক্ষ হইতে জানানো হয় যে, বাস চলাচল বন্ধ হইলে প্রায় ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হইবে। কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ১০ কোটি টাকার বিশাল ঘাটতিতে রহিয়াছে। প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত অনুদান না দেওয়ায় গত ১০ বৎসরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়া [illegible] দেখা যায়, এ [illegible]মী ১০ বৎসরে [illegible] সম্ভব হইবে না। [illegible] কর্মচারীদের [illegible]টের ৮০ ভাগ [illegible] সিন্ডিকেটের [illegible]নৈতিকভাবে [illegible]সর ঘাটতি [illegible]য়া দেখাইতে [illegible] প্রতিক্রিয়া [illegible]রা তাহাদের [illegible]ছ। চট্টগ্রাম [illegible]নুরূপভাবে [illegible] শতগুণ [illegible]গঠনগুলি [illegible]। কিন্তু [illegible] ছাত্র [illegible]য় বন্ধ [illegible]।

(২য় পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)